ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অরিষ্টাসুর বধ

কিভাবে কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরাম যে বসুদেবের পুত্র, নারদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করার পর কংস কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অরিষ্টাসুর কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, আর তাই সে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট এক বিশাল বৃষের রূপ ধারণ করল। অরিষ্টাসুরের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠের সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলে কৃষ্ণ তাদের অভয় দান করলেন এবং সেই বৃষভাসুর যখন তাঁকে আক্রমণ করল, তখন তিনি তার শৃঙ্গ ধরে তাকে প্রায় ছয় গজ দূরে নিক্ষেপ করলেন। এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়লেও অরিষ্ট তবুও কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। এইভাবে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় সে তাই ভগবানকে আক্রমণ করল। এইবার শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে সেই অসুরকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে ভিজে কাপড় মাটিতে আছাড় মারার মতো প্রহার করলেন। রক্ত বমন করতে করতে সেই অসুর তার প্রাণ ত্যাগ করল। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন দেবতা ও গোপবালকদের বন্দনা সহকারে গোষ্ঠে ফিরে এলেন।

এদিকে, কিছু সময় পরে দেবর্ষি নারদ রাজা কংসের সন্নিধানে আগমন করে কৃষ্ণ ও বলরাম যে নন্দের পুত্র নয় বরং বসুদেবের পুত্র তা রাজাকে অবগত করলেন। কংসের ভয়ে ভীত হয়ে বসুদেব তাদের নন্দের যত্নাধীনে রেখেছেন। নারদ মুনি আরও বললেন যে, তাঁদের হাতেই কংসের মৃত্যু হবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করে কংস ক্রোধে ও ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠে কৃষ্ণ ও বলরামকে কিভাবে বিনাশ করা যায় তা চিন্তা করতে থাকল। কংস, চাণুর ও মুষ্টিক দানব দুজনকে ডেকে পাঠিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করার জন্য নির্দেশ দিল। অতঃপর কর্মতত্ত্বজ্ঞ অক্রূরের হাত ধরে অনুরোধ করল—তিনি যেন ব্রজে গিয়ে সেই দুই ভাইকে মথুরায় নিয়ে আসেন। অক্রূর কংসের নির্দেশ পালনে সম্মত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এরপর; **তর্হি**—সেই সময়ে; **আগতঃ**—আগমন করেছিল; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **অরিষ্টঃ**—অরিষ্ট নামক; **বৃষভ-অসুরঃ**—বৃষভাসুর; **মহীম্**—ভূমি; **মহা**—মহা; **ককুৎ**—কুঁজ; **কায়ঃ**—শরীর বিশিষ্ট; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করতে করতে; **খুর**—তার খুর দ্বারা; **বিক্ষতাম্**—বিদীর্ণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সেই সময় অরিষ্টাসুর গোষ্ঠে আগমন করেছিল। বিশাল কুঁজ বিশিষ্ট বৃষাকৃতি ধারণ করে তার খুর দিয়ে সে ভূমিভাগ কম্পিত ও বিদীর্ণ করেছিল।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে অরিষ্টাসুর গোধূলিতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে প্রবেশ করেছিল, সেই সময়ে ভগবান গোপীদের সঙ্গে নৃত্যের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—

প্রদোষার্ধে কদচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দনে ।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠম্ অরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥

"একদিন, গোধূলি অর্ধে ভগবান জনার্দন যখন রাসনৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য উৎসুক হয়ে ছিলেন, তখন উন্মত্ত অরিষ্টাসুর সকলের আতঙ্ক সৃষ্টি করে গোষ্ঠে প্রবেশ করেছিল।"

শ্লোক ২

রম্ভমাণঃ খরতরঃ পদা চ বিলিখন্ মহীম্ ।
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্ ।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ ॥ ২ ॥

রম্ভমাণঃ—বৃষ-গর্জন করতে করতে; **খর-তরম্**—অত্যন্ত কর্কশ; **পদা**—তার পদ দ্বারা; **চ**—এবং; **বিলিখন্**—বিদীর্ণ করে; **মহীম্**—ভূমি; **উদ্যম্য**—ঊর্ধ্ব দিকে; **পুচ্ছম্**—তার পুচ্ছ; **বপ্রাণি**—তটদেশ; **বিষাণ**—তাঁর শৃঙ্গের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **চ**—এবং; **উদ্ধরন্**—উৎক্ষিপ্ত করতে লাগল; **কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ**—অল্প অল্প; **শকৃৎ**—বিষ্ঠা; **মুঞ্চন্**—পরিত্যাগ করেছিল; **মূত্রয়ন্**—মূত্র; **স্তব্ধ**—বিস্ফারিত; **লোচনঃ**—তার চক্ষুদুটি।

অনুবাদ

অরিষ্টাসুর ভয়ঙ্কর বৃষ-গর্জন করতে করতে ভূমিতলকে বিদীর্ণ করছিল। ঊর্ধ্ব পুচ্ছ ও তার বিস্ফারিত চক্ষে, সে তার শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা তটদেশ উৎক্ষিপ্ত করছিল আর মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করছিল।

শ্লোক ৩-৪

যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্ ।
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥ ৩ ॥
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া ।
তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ ॥ ৪ ॥

যস্য—যার; **নির্হ্রাদিতেন**—প্রতিধ্বনিত গর্জনে; **অঙ্গ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **নিষ্ঠুরেণ**—নিষ্ঠুর; **গবাম্**—ধেনুগণের; **নৃণাম্**—মানুষদের; **পতন্তি**—পতন; **অকালতঃ**—অকালে; **গর্ভাঃ**—গর্ভ; **স্রবন্তি স্ম**—স্রাব হত; **ভয়েন**—ভয়ে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **নির্বিশন্তি**—প্রবেশ করল; **ঘনাঃ**—মেঘ; **যস্য**—যার; **ককুদি**—কুঁজ মধ্যে; **অচল-শঙ্কয়া**—পর্বতভ্রমে; **তম্**—তার; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **শৃঙ্গম্**—শৃঙ্গ; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ অরিষ্টাসুরের কুঁজকে পর্বতভ্রমে সেখানে মেঘরাশি বিচরণ করছিল, আর সেই অসুরকে দেখে গোপ ও গোপীগণ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। বাস্তবিকই, তার তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনিত গর্জন এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, গর্ভবতী ধেনু ও নারীগণের গর্ভস্রাবে ভ্রূণ নষ্ট হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক সাহিত্যে এইভাবে গর্ভস্রাবের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—*আচতুর্মাদ্ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ/অত ঊর্ধ্বম্ প্রসূতিঃ স্যাৎ*—"চতুর্থ মাস পর্যন্ত অকাল প্রসবকে বলা হয় *স্রাব*। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে তাকে বলা হয় *পাত*, আর তার পরে তাকে জন্ম (*প্রসূতি*) বলে বিবেচনা করা হয়।"

শ্লোক ৫

পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সন্ত্যজ্য গোকুলম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ৫ ॥

পশবঃ—গৃহপালিত পশুগণ; **দুদ্রুবুঃ**—পালিয়ে গিয়েছিল; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন; **সন্ত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **গো-কুলম্**—গোষ্ঠ; **কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি**—"হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ"; **তে**—তাঁরা (বৃন্দাবনবাসীরা); **সর্বে**—সকলে; **গোবিন্দম্**—শ্রীগোবিন্দের; **শরণম্ যযুঃ**—শরণাগত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, গৃহপালিত পশুগণ ভীত হয়ে গোষ্ঠ পরিত্যাগ করেছিল আর সকল অধিবাসীগণ 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

ভগবানপি তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্ ।
মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অপি—ও; তৎ—তা; বীক্ষ্য—দর্শন করে; গোকুলম্—গোকুলকে; ভয়বিদ্রুতম্—ভয়বিহ্বল; মা ভৈষ্ট—"তোমরা ভয় পেয়ো না"; ইতি—এইভাবে; গিরা—বাক্যে; আশ্বাস্য—আশ্বাস প্রদান করে; বৃষ-অসুরম্—সেই বৃষাসুরকে; উপাহ্বয়ৎ—তিনি আহ্বান করলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান গোকুলকে ভয়বিহ্বল দর্শন করে "তোমরা ভয় পেয়ো না" এই বলে তাদের আশ্বস্ত করে বৃষাসুরকে আহ্বান করলেন।

শ্লোক ৭

গোপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম ।
ময়ি শাস্তরি দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৭ ॥

গোপালৈঃ—গোপগণ সহ; পশুভিঃ—তাদের পশুগণকে; মন্দ—ওরে মূঢ়; ত্রাসিতৈঃ—ভীত করে; কিম্—কি ফল; অসত্তম—রে অসত্তম; ময়ি—যখন আমি (উপস্থিত রয়েছি); শাস্তরি—শাস্তিদাতা; দুষ্টানাম্—অসৎগণের; ত্বৎ-বিধানাম্—তোর মতো; দুরাত্মনাম্—দুরাত্মা।

অনুবাদ

ওরে মূঢ়! অসত্তম! গোপ ও তাদের পশুদের ভীত করে তুই কি করছিস বলে ভেবেছিস, যেখানে তোর মতো অসৎ দুরাত্মাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি উপস্থিত রয়েছি!

শ্লোক ৮

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্ ।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ৮ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **আস্ফোট্য**—তাঁর বাহু আস্ফোটন করে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **অরিষ্টম্**—অরিষ্টাসুরকে; **তল-শব্দেন**—করতল শব্দের দ্বারা; **কোপয়ন্**—কুপিত করলেন; **সখ্যুঃ**—এক সখার; **অংসে**—স্কন্ধে; **ভুজ**—তাঁর বাহু; **আভোগম্**—সর্পদেহাকার; **প্রসার্য**—প্রসারিত করে; **অবস্থিতঃ**—দণ্ডায়মান রইলেন; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

এই কথা বলে ভগবান অচ্যুত করতল দ্বারা তাঁর বাহু আস্ফোটন করে উচ্চ শব্দ দ্বারা অরিষ্টাসুরকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুললেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি এক সখার স্কন্ধে তাঁর সর্পদেহরূপ স্বীয় ভুজ প্রসারিত করে অসুরটির দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হলেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞ অসুরটিকে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্ ।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

সঃ—সে; **অপি**—বস্তুত; **এবম্**—এইভাবে; **কোপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **অরিষ্টঃ**—অরিষ্ট; **খুরেণ**—তার খুর দ্বারা; **অবনিম্**—ভূমি; **উল্লিখন্**—বিদীর্ণ করতে করতে; **উদ্যৎ**—উর্দ্ধগত; **পুচ্ছ**—পুচ্ছ; **ভ্রমন্**—সঞ্চালন করে; **মেঘঃ**—মেঘরাশিকে; **ক্রুদ্ধ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণের দিকে; **উপাদ্রবৎ**—ধাবিত হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে কুপিত হয়ে অরিষ্ট তার একটি খুর দিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে, উদ্যত পুচ্ছ দিয়ে মেঘরাশিকে ঘূর্ণিত করে ক্রুদ্ধভাবে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল।

শ্লোক ১০

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনোঽচ্যুতম্ ।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥ ১০ ॥

অগ্র—সম্মুখে; **ন্যস্ত**—বিন্যস্ত করেছিল; **বিষাণ**—তার শৃঙ্গদ্বয়ের; **অগ্রঃ**—অগ্রভাগ; **স্তব্ধ**—অনিমীলিত; **অসৃক্**—রক্তবর্ণ; **লোচনঃ**—তার চক্ষুদ্বয়; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণের দিকে; **কট-আক্ষিপ্য**—বক্রভাবে কটাক্ষপাত করে; **অদ্রবৎ**—সে দৌড়ে এল; **তূর্ণম্**—দ্রুতবেগে; **ইন্দ্র-মুক্তঃ**—ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত; **অশনিঃ**—বজ্র; **যথা**—ন্যায়।

অনুবাদ

অরিষ্ট তার শৃঙ্গ দুটির অগ্রভাগ সম্মুখে বিন্যস্ত করে, তার রক্তবর্ণ দুই চোখ দিয়ে বক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভীতি-প্রদর্শনকারী দৃষ্টিপাত করে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো পূর্ণগতিতে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল।

শ্লোক ১১

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ ।
প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা—ধারণ করে; শৃঙ্গয়োঃ—শৃঙ্গ দিয়ে; তম্—তার; বৈ—বস্তুত; অষ্টাদশ—অষ্টাদশ; পদানি—পদক্ষেপ; সঃ—তিনি; প্রত্যপোবাহ—পশ্চাতে নিক্ষেপ করলেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; গজঃ—হাতী; প্রতি-গজম্—প্রতিপক্ষ হাতীকে; যথা—যেমন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের শৃঙ্গদুটি ধারণ করে তাকে অষ্টাদশ পদক্ষেপ পশ্চাতে নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন একটি হাতী প্রতিপক্ষ হাতীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় করে থাকে।

শ্লোক ১২

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরঃ ।
আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১২ ॥

সঃ—সে; অপবিদ্ধঃ—পশ্চাৎ তাড়িত; ভগবতা—ভগবান দ্বারা; পুনঃ—পুনরায়; উত্থায়—উত্থিত হয়ে; সত্বরঃ—দ্রুত; আপতৎ—আক্রমণ করল; স্বিন্ন—ঘর্মাক্ত; সর্বাঙ্গঃ—কলেবরে; নিঃশ্বসন্—নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; ক্রোধ—ক্রোধে; মূর্চ্ছিতঃ—জ্ঞানশূন্য হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে বৃষভাসুর উত্থিত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় তাঁকে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে আক্রমণ করল।

শ্লোক ১৩

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে ।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১৩ ॥

তম্—তাকে; **আপতন্তম্**—আক্রমণ করতে দেখে; **সঃ**—তিনি; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **শৃঙ্গয়োঃ**—শৃঙ্গদ্বয়; **পদা**—তাঁর পাদ দ্বারা; **সমাক্রম্য**—দলিত করে; **নিপাত্য**—পতিত করে; **ভূতলে**—ভূমিতে; **নিষ্পীড়য়াম্ আস**—তিনি তাকে প্রহার করলেন; **যথা**—যেমন; **আর্দ্রম্**—ভিজা; **অম্বরম্**—বস্ত্র; **কৃত্বা**—করে; **বিষাণেন**—তার শৃঙ্গ দ্বারা; **জঘান**—হত করলে; **সঃ**—সে; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অরিষ্ট আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন। সিক্ত বস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করার মতো ভগবান তাকে প্রহার করলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি দানবের একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করে, যতক্ষণ না সে ভূমিতে শায়িত হয়, তা দিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন।

শ্লোক ১৪

অসৃগ্ বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্
ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৪ ॥

অসৃক্—রক্ত; **বমন্**—বমন; **মূত্র**—মূত্র; **শকৃৎ**—বিষ্ঠা; **সমুৎসৃজন্**—প্রচুর পরিত্যাগ করতে করতে; **ক্ষিপন্**—ইতস্তত নিক্ষেপ করতে করতে; **চ**—এবং; **পাদান্**—তার পদদ্বয়; **অনবস্থিত**—বিক্ষিপ্ত; **ঈক্ষণঃ**—নেত্রে; **জগাম**—সে গমন করল; **কৃচ্ছ্রম্**—অতি কষ্টকরভাবে; **নির্ঋতেঃ**—মৃত্যুর; **অথ**—অতঃপর; **ক্ষয়ম্**—আলয়ে; **পুষ্পৈঃ**—পুষ্প; **কিরন্তঃ**—বর্ষণ করলেন; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণের উপর; **ঈড়িরে**—স্তব করলেন; **সুরাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

রক্তবমন ও প্রচুর মলমূত্র ত্যাগ করে, বিক্ষিপ্ত নেত্রে পাণ্ডলি ইতস্তত বিক্ষেপ করতে করতে অরিষ্টাসুর অত্যন্ত কষ্টকরভাবে মৃত্যুলোকে গমন করল। দেবতাগণ ভগবান কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করে তাঁর স্তব করলেন।

শ্লোক ১৫

এবং কুকুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ দ্বিজাতিভিঃ ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুকুদ্মিনম্**—বৃষভাসুরকে; **হত্বা**—বধ করে; **স্তূয়মানঃ**—স্তুত হয়ে; **দ্বিজাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণগণের দ্বারা; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে;

স বলঃ—শ্রীবলরাম সহযোগে; **গোপীনাম্**—গোপীগণের; **নয়ন**—নয়নের; **উৎসবঃ**—যিনি উৎসবস্বরূপ।

অনুবাদ

এইভাবে বৃষভাসুর অরিষ্টকে বধ করে গোপীগণের নয়নের উৎসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলীর মহান বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করে। এই শ্লোকটিতে আমরা একই সাথে জানতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ এক ক্ষমতাশালী ও দুরাত্মা অসুরকে বধ করেছিলেন এবং তাঁর বালকোচিত সৌন্দর্য দ্বারা গোপীগণকে উৎসবময় আনন্দ প্রদান করতেন। তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বজ্রের মতো কঠিন, তেমনি পুষ্পের মতো কোমল। অরিষ্টাসুর কৃষ্ণ ও তাঁর সমস্ত সখাদের হত্যা করতে চেয়েছিল, তাই ভগবান তাকে সিক্ত বস্ত্রের মতো প্রহার করে বধ করেছিলেন। অন্যদিকে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ভালবাসতেন, তাই ভগবান বালকোচিত রূপে তাঁদের প্রণয়ানুভূতির প্রতিদান দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা ।
কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১৬ ॥

অরিষ্টে—অরিষ্ট; **নিহতে**—নিহত হলে; **দৈত্যে**—অসুর; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **অদ্ভুত-কর্মণা**—অদ্ভুতকর্মা; **কংসায়**—কংসের কাছে; **অথ**—তারপরে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **নারদঃ**—নারদ; **দেব-দর্শনঃ**—দিব্যদর্শন।

অনুবাদ

অদ্ভুতকর্মা কৃষ্ণ দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হলে নারদ মুনি রাজা কংসকে তা বলার জন্য গমন করলেন। দিব্যদর্শন সেই ভগবান নারদ রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেবদর্শন পদটি নানাভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে, যার সবগুলিই এই বিবরণের তাৎপর্য ও বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *দেব* অর্থ ভগবান আর *দর্শনঃ* অর্থ "দেখা" বা "মহৎ পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার"। তাই নারদ মুনির জন্য *দেব-দর্শন* নামটি নির্দেশ করছে যে, নারদ মুনি ভগবানকে দর্শন করার পরমোৎকর্ষ অর্জন করেছেন আর তাই নারদ মুনির দর্শন লাভ করা কার্যত ভগবানকেই প্রাপ্ত হওয়া

(কারণ নারদ মুনি ভগবানের শুদ্ধতম প্রতিনিধি), আর এই নারদ মুনির দর্শন লাভ দেবতাদের দর্শনেরই সমান, যাঁরা *দেব* নামেও পরিচিত। এইভাবে *দেব-দর্শন* কথাটির মধ্য দিয়ে এই সমস্ত অর্থ প্রকাশিত হওয়ায়, তা *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর ভাষা-সমৃদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করে।

পুরাণ থেকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কুড়িটি শ্লোক উদ্ধৃত করে অরিষ্টাসুরকে কৃষ্ণ বধ করার পর রাধা ও কৃষ্ণের মাঝে যে পরিহাসমূলক কথোপকথন হয়েছিল, তা বর্ণনা করেছেন। আচার্য কৃপা করে এই কথোপকথনে রাধা ও কৃষ্ণের স্নানের পুষ্করিণী রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। শ্লোকগুলি নিম্নরূপ—

মাস্মান্ স্পৃশাদ্য বৃষভার্দন হন্ত মুগ্ধা
ঘোরোঽসুরোঽয়ম্ অয়ি কৃষ্ণ তদপ্যয়ং গৌঃ ।
বৃত্রো যথা দ্বিজ ইহাস্ত্যয়ি নিষ্কৃতিঃ কিং
শুদ্ধেদ্ভবাংস ত্রিভুবনস্থিততীর্থকৃচ্ছ্রাৎ ॥

"নিরীহ গোপীগণ বললেন, 'আঃ কৃষ্ণ, এখন আমাদের তুমি স্পর্শ কর না, হে বৃষঘাতক! হায়, যদিও অরিষ্ট ছিল এক ভয়ঙ্কর অসুর, তবু সে ছিল একটি বৃষ, তাই দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, তোমাকেও তা করতে হবে। কিন্তু ত্রিভুবনের প্রতিটি তীর্থ ভ্রমণের কৃচ্ছ্রসাধন না করে কিভাবে তুমি নিজেকে শুদ্ধ করবে?' "

কিং পর্যটামি ভুবনান্যধুনৈব সর্বা
আনীয় তীর্থ-বিততীঃ করবাণী তাসু ।
স্নানং বিলোকয়ত তাবদ ইদং মুকুন্দঃ
প্রচ্যৈব তত্র কৃতবান্ বাত পার্ষ্ণী-ঘাতম্ ॥

"[কৃষ্ণ উত্তর করলেন] 'আমাকে কেন সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করতে হবে? আমি এক্ষুণি সমস্ত অগণিত তীর্থস্থানকে এখানে নিয়ে এসে সেখানে স্নান করব। কেবল দেখ!' এই বলে ভগবান মুকুন্দ ভূমিতে পদাঘাত করলেন।"

পাতালতো জলমিদং কিল ভোগবত্যা
আয়াতমত্র নিখিলা অপি তীর্থ-সঙ্ঘাঃ ।
আগচ্ছতেতি ভগবদ্বচসা ত এত্য
তত্রৈব রেজুরথ কৃষ্ণ উবাচ গোপীঃ ॥

"[এরপর তিনি বললেন,] 'পাতাল প্রদেশ হতে আগত এই হচ্ছে ভোগবতী নদীর জল। আর এখন, হে তীর্থ স্থানেরা, তোমরা সকলে এখানে এস!' পরমেশ্বর

ভগবান এই সমস্ত কথা যখন বললেন, তখন সকল তীর্থ স্থানগুলি সেখানে গমন করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। কৃষ্ণ তারপর গোপীদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন!"

তীর্থানি পশ্যত হরের্বচসা তবৈবং
নৈব প্রতীম ইতি তা অথ তীর্থবর্যাঃ ।
প্রোচুঃ কৃতাঞ্জলিপুটা লবণাব্ধির অস্মি
ক্ষীরাব্ধির অস্মি শৃণুতামর-দীর্ঘিকাস্মি ॥

"'সকল তীর্থস্থান দর্শন কর!'

"কিন্তু গোপীগণ উত্তর দিলেন, 'তুমি যেমন বর্ণনা করেছ আমরা তেমন কিছুই দর্শন করছি না।'

"অতঃপর সর্বোত্তম তীর্থস্থানগণ সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

'আমিই লবণ সমুদ্র।'

'আমিই ক্ষীর সমুদ্র!'

'আমিই অমর-দীর্ঘিকা।' "

শোণোঽপি সিন্ধুর্হমস্মি ভবামি তাম্র-
পর্ণী চ পুষ্করম্ অহং চ সরস্বতী চ ।
গোদাবরী রবি-সুতা সরযুঃ প্রয়াগো
রেবাস্মি পশ্যত জলং কুরুত প্রতীতিম্ ॥

" 'আমিই শোণ নদী।'

'আমি সিন্ধু!'

'আমি তাম্রপর্ণী।'

'আমি পবিত্র স্থান পুষ্কর।'

'আমি সরস্বতী নদী।'

" 'আর আমরা হচ্ছি গোদাবরী, যমুনা ও রেবা নদী এবং এখানে নদীগুলির সঙ্গমস্থল প্রয়াগ। এই দেখুন আমাদের জল-রাশি!' "

স্নাত্বা ততো হরিঃ অতি-প্রজগল্‌ভ এব
শুদ্ধঃ সরোঽপ্যকরবং স্থিতা-সর্ব-তীর্থম্ ।
যুষ্মাভিরাত্মজনুষীহ কৃতো ন ধর্মঃ
কোঽপি ক্ষিতাবথ সখীর্নিজগাদ রাধা ॥

"স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করার পর শ্রীহরি যথেষ্ট উদ্ধত হয়ে উঠে বললেন, 'সকল বিভিন্ন তীর্থ স্থানের সমন্বয়ে আমি একটি কুণ্ড উৎপন্ন করেছি, কিন্তু তোমরা

গোপীগণ ব্রহ্মার সন্তুষ্টির জন্য এই পৃথিবীতে কখনই কোন ধর্মীয় কর্তব্য পালন করনি।' তখন শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর সখীদের উদ্দেশ্য করে এইভাবে বললেন।"

কার্য্যং ময়াপ্য অতি-মনোহর-কুণ্ডমেকং
তস্মাদ্ যতধ্বমিতি তদ্বচনেন তাভিঃ ।
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিম-দিশ্য-মন্দো
গর্তঃ কৃতো বৃষভ-দৈত্য-খুরৈর্ব্যলোকি ॥

" 'আমি অবশ্যই এর চেয়েও একটি মনোহর কুণ্ড সৃষ্টি করব। তাই, চল কাজে যাই।' এই সমস্ত কথা শুনে গোপীগণ দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের ঠিক পশ্চিম দিকে অরিষ্টাসুরের খুর দ্বারা একটি স্বল্পগভীর গর্ত খোঁড়া রয়েছে।"

তত্রার্দ্রমৃনমৃদুলগোলততীঃ প্রতিস্ব-
হস্তোদ্ধৃতা অনতিদূরগতা বিধায় ।
দিব্যং সরঃ প্রকটিতং ঘটিকাদ্বয়েন
তাভির্বিলোক্য সরসং স্মরতে স্ম কৃষ্ণঃ ॥

"সেই কাছের গর্তটিতে সকল গোপীগণ তাদের হাত দিয়ে নরম কাদার তাল তুলে গর্ত খুঁড়তে লাগলেন এবং এইভাবে এক ঘণ্টার স্বল্প সীমার মধ্যেই একটি দিব্য কুণ্ডে প্রকাশ হল। তাঁদের সৃষ্ট সেই কুণ্ড দর্শন করে কৃষ্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন।"

প্রোচে চ তীর্থসলিলৈঃ পরিপূরয়ৈতন্
মৎকুণ্ডতঃ সরসিজাক্ষি সহালিভিস্ত্বম্ ।
রাধা তদা ন ন ন নেতি জগাদ যস্মাৎ
ত্বৎ কুণ্ডনীরমুরুগোবধ পাতকাক্তম্ ॥

"তিনি বললেন, 'খুঁড়ে চল, হে কমলনয়না। তুমি ও তোমার সঙ্গিনীদের উচিত আমার কাছ থেকে জল নিয়ে কুণ্ডটি পূর্ণ করা।'

"কিন্তু রাধা উত্তর দিলেন, 'না, না, না, না! সেটা অসম্ভব, কারণ তোমার কুণ্ডের জল তোমার গো-বধের ভয়ঙ্কর পাপে দূষিত।' "

আহৃত্য পুণ্যসলিলং শতকোটিকুম্ভৈঃ
সখ্যর্বুদেন সহ মানসজাহ্নবীতঃ ।
এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরিপূরয়ামি
তেনৈব কীর্তিমতুলাং তনবানি লোকে ॥

"শতকোটি কলসী করে মানস-গঙ্গা থেকে শুদ্ধ জল আনার জন্য আমার অসংখ্য গোপী সহচরী রয়েছে। এইভাবে আমার নিজস্ব জল দিয়ে আমি এই কুণ্ড পূর্ণ করব আর এইভাবে তা সমগ্র জগতে অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করবে।"

কৃষ্ণেঙ্গিতেন সহসৈত্য সমস্ততীর্থ-
সখ্যস্তদীয়সরসো ধৃতদিব্যমূর্তিঃ ।
তুষ্টাব তত্র বৃষভানুসুতাং প্রণম্য
ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্রবদশ্রুধারঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর সমস্ত তীর্থস্থানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এক দিব্য পুরুষকে ইঙ্গিত করলেন। সহসা সেই পুরুষ কৃষ্ণের কুণ্ড থেকে উত্থিত হয়ে শ্রীবৃষভানু কন্যাকে (রাধারাণী) প্রণতি নিবেদন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ণভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শুরু করলেন।"

দেবি ত্বদীয়-মহিমানমবৈতি সর্ব-
শাস্ত্রার্থবিন্ন চ বিধির্ণ হরো ন লক্ষ্মীঃ ।
কিন্ত্বেক এব পুরুষার্থশিরোমণিস্ত্বৎ-
প্রস্বেদমার্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ ॥

"হে দেবী, শিব কিম্বা লক্ষ্মী, এমন কি সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ব্রহ্মা স্বয়ং আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। কেবলমাত্র মানুষের সকল প্রচেষ্টার পরম লক্ষ্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই আপনার মহিমাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই আপনি যখন পরিশ্রান্ত হন, তখন আপনার ঘর্ম যাতে মার্জন করতে পারেন, সেই বিষয়ে তিনি স্বয়ং সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে চান।' "

যশ্চারুযাবকরসেন ভবৎপদাব্জম্
আরজ্য নূপুরমহো নিদধাতি নিত্যম্ ।
প্রাপ্য ত্বদীয়নয়নাব্জতটপ্রসাদং
স্বং মন্যতে পরমধন্যতমং প্রহৃষ্যন্ ॥
তস্যাঙ্ঘ্রয়ৈব সহসা বয়মাজগাম
তৎপার্ষ্ণি ঘাতকৃতকুণ্ডবরে বসামঃ ।
ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি করোষি কৃপাকটাক্ষং
তর্হ্যেব তর্যবিটপী ফলিতো ভবেন্নঃ ॥

" 'তিনি সকল সময়ে অমৃতময় *চারু* ও *যাবক* দ্বারা আপনার পাদপদ্ম চর্চিত করেন আর নূপুর দ্বারা শোভিত করেন, এবং তিনি আপনার পাদপদ্মের অঙ্গুলির অগ্রভাগের সন্তোষের দ্বারাই নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করে আনন্দ অনুভব করেন। তাঁর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর একটি পদাঘাতে সৃষ্ট এই অত্যন্ত সুন্দর কুণ্ডে আমরা বাস করার জন্য এসেছি। কিন্তু একমাত্র আপনি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন, তবেই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বৃক্ষে ফল ধারণ করবে।' "

শ্রুত্বা স্তুতিং নিখিলতীর্থগণস্য তুষ্টা
প্রাহ স্ম তর্বময়ি বেদয়তেতি রাধা ।
যাম ত্বদীয়সরসীং সফলা ভবাম
ইত্যেব নো বর ইতি প্রকটং তদোচুঃ ॥

"সমবেত সকল তীর্থস্থানের প্রতিনিধির দ্বারা কথিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করে শ্রীরাধা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'দয়া করে আমাকে তোমাদের বাসনা অবগত কর।'

"তাঁরা তখন সরলভাবে বললেন, 'আমরা যদি আপনার কুণ্ডে আগমন করতে পারি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। এই আশীর্বাদই আমরা কামনা করি।' "

আগচ্ছতেতি বৃষভানুসুতা স্মিতাস্যা
প্রোবাচ কান্তবদনাব্জ ধৃতাক্ষিকোণা ।
সখ্যোঽপি তয়ঃ কৃতসম্মতয়ঃ সুখাব্ধৌ-
মগ্না বিরেজুরখিলা স্থিরজঙ্গমাশ্চ ॥

"তাঁর প্রিয়তমের দিকে কটাক্ষপাত করে বৃষভানুকন্যা মৃদু হেসে উত্তর করলেন, 'এসো'। তাঁর গোপীসহচরীগণ সকলেই তাঁর সিদ্ধান্তে একমত হয়ে আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হলেন। বাস্তবিকই, স্থাবর জঙ্গম সকল জীবের সৌন্দর্যই বর্ধিত হল।"

প্রাপ্য প্রসাদমথ তে বৃষভানুজায়াঃ
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগততীর্থবরাঃ প্রসহ্য ।
ভিত্ত্বেব ভিত্তিমতিবেগত এব রাধাকুণ্ডং
ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব ॥

"এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা লাভ করে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের পবিত্র নদী ও হ্রদসমূহ প্রবল বেগে তাদের সীমা-প্রাচীর ভঙ্গ করে দ্রুত তাদের জল দ্বারা রাধাকুণ্ড পূর্ণ করলেন।"

প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতন্
মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে ।
অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং
স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে ॥

"শ্রীহরি তখন বললেন, 'হে প্রিয়তমে রাধা, তোমার এই কুণ্ড আমার কুণ্ড হতে অধিক জগত বিখ্যাত হোক। আমি সর্বদা এখানে আমার স্নান ও জলক্রীড়ার আনন্দ উপভোগের জন্য আসব। প্রকৃতপক্ষে, এই কুণ্ড আমার কাছে তোমারই মতো প্রিয়।' "

রাধাব্রবীদহমপি স্ব-সখীভিরেত্য
স্নাস্যাম্যরিষ্টশত মর্দনমস্তু তস্য ।
যোঽরিষ্টমর্দনসরস্যুরুভক্তিরত্র
স্নায়াদ্বসেন্মম স এব মহাপ্রিয়োঽস্তু ॥

"রাধা উত্তর দিলেন, 'এমনকি শত অরিষ্টাসুরকে বধ করলেও আমিও তোমার কুণ্ডে স্নান করার জন্য আসব। ভবিষ্যতে তোমার অরিষ্টাসুর দমনের ক্ষেত্ররূপে যাদের এই কুণ্ডের প্রতি গভীর ভক্তি থাকবে এবং যারা এখানে স্নান করবে কিম্বা বাস করবে, তারা নিশ্চিতভাবে আমার অতি প্রিয় হবে।' "

রাসোৎসবং প্রকুরুতে স্ম চ তত্র রাত্রৌ
কৃষ্ণাম্বুদঃ কৃতমহারসহর্ষ বর্ষঃ ।
শ্রীরাধিকাপ্রবরবিদ্যুদলংকৃতশ্রী-
স্ত্রৈলোক্যমধ্যবিততী কৃতদিব্যকীর্তিঃ ॥

"ঐ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে মহাড়ম্বরপূর্ণ আনন্দের সর্বোত্তমভাবের প্রবল বেগ উৎপন্নকারী এক রাসনৃত্যের সূচনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন মেঘ আর শ্রীমতী রাধারাণী উজ্জ্বল বিদ্যুৎ ঝিলিক সদৃশ হয়ে আকাশকে সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে পূর্ণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের দিব্য মহিমা ত্রিভুবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।"

উপসংহারে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহান ঋষিরূপে নারদ মুনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই নারদ মুনি মথুরায় সহজভাবে কৃষ্ণলীলা স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে কংসের নিকটে গিয়ে তা বলার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং নিম্নোক্তভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ ।
রামং চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা ।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥ ১৭ ॥

যশোদায়াঃ—যশোদার; **সুতাম্**—কন্যা; **কন্যাম্**—কন্যাসন্তান; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **এব চ**—ও; **রামম্**—বলরাম; **চ**—এবং; **রোহিণী-পুত্রম্**—রোহিণীর পুত্র; **বসুদেবেন**—বসুদেব দ্বারা; **বিভ্যতা**—ভীত হয়ে; **ন্যস্তৌ**—সমর্পণ করেছিলেন; **স্ব মিত্রে**—নিজ মিত্র; **নন্দে**—নন্দ মহারাজ; **বৈ**—বস্তুত; **যাভ্যাম্**—ঐ দু'জনকে; **তে**—তোমার; **পুরুষাঃ**—লোকেদের; **হতাঃ**—বধ করেছে।

অনুবাদ

[নারদ কংসকে বললেন—] প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান ছিল একটি কন্যা আর কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। রামও রোহিণীর পুত্র। বসুদেব ভীত হয়ে তাঁর মিত্র নন্দ মহারাজের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমর্পণ করেছিলেন আর এই দুই বালকই তোমার লোকেদের বধ করেছে।

তাৎপর্য

কংসকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, কৃষ্ণ যশোদার পুত্র আর দেবকীর অষ্টম সন্তান ছিল এক কন্যা। দেবকীর অষ্টম সন্তানের পরিচয় কংসের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এক ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে, দেবকীর অষ্টম সন্তান তাকে হত্যা করবে। এখানে নারদ কংসকে অবহিত করছেন যে, ভয়ঙ্কর কৃষ্ণই হচ্ছেন দেবকীর অষ্টম সন্তান আর এইভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত। এই তথ্য অবগত হয়ে কংস অবশ্যই এখন কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।

শ্লোক ১৮

নিশম্য তদ্‌ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১৮ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; তৎ—সেই; ভোজ-পতিঃ—ভোজবংশের অধিপতি (কংস); কোপাৎ—ক্রোধে; প্রচলিত—বিচলিত; ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; নিশাতম্—শাণিত; অসিম্—এক তরবারি; আদত্ত—গ্রহণ করল; বসুদেবজিঘাংসয়া—বসুদেবকে হত্যা করার বাসনায়।

অনুবাদ

এই কথা শ্রবণ করে ভোজপতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসুদেবকে হত্যার জন্য একটি শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিল।

শ্লোক ১৯

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্যয়া ॥ ১৯ ॥

নিবারিতঃ—সংযত; নারদেন—নারদ কর্তৃক; তৎ-সুতৌ—তার দুই পুত্র; মৃত্যুম্—মৃত্যু; আত্মনঃ—নিজের; জ্ঞাত্বা—হৃদয়ঙ্গম করে; লোহময়ৈঃ—লোহার; পাশৈঃ—শিকল দিয়ে; ববন্ধ—সে বেঁধে রেখেছিল (বসুদেবকে); সহ—সঙ্গে; ভার্যয়া—তাঁর পত্নী।

অনুবাদ

কিন্তু বসুদেবের দুই পুত্রই তার মৃত্যুর কারণ, একথা তাকে স্মরণ করিয়ে নারদ কংসকে নিবারিত করলেন। অতঃপর কংস বসুদেবকে সপত্নীক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

কংস হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে, বসুদেবকে হত্যা করে কোন লাভ হবে না, কারণ বসুদেবের দুই পুত্র, কৃষ্ণ ও বলরামই তাকে হত্যা করার কথা। আচার্যগণের মতানুসারে, নারদ কংসকে এমন উপদেশও দিয়েছিলেন যে, সে যদি বসুদেবকে হত্যা করে, তা হলে সেই দুই বালক অবশ্যই পালিয়ে যাবে আর তাই তাকে হত্যা না করাটাই ভাল হবে। বরং, নারদ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কংসের উচিত কৃষ্ণ ও বলরামকে কংসের রাজধানী মথুরাতে নিয়ে আসা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, কংসের কাছে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে নারদ বসুদেব ও দেবকীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, একাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যুর আয়োজন করার জন্য এবং কৃষ্ণের স্নেহময় পিতা যাতে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন সেইজন্য কৃষ্ণের মথুরায় আগমন ও বসবাসের আয়োজন করার জন্যও নারদের প্রতি বসুদেব কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শ্লোক ২০

প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্ ।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ ॥ ২০ ॥

প্রতিযাতে—প্রস্থান করলে; **তু**—তখন; **দেবর্ষৌ**—দেবর্ষি নারদ; **কংস**—রাজা কংস; **আভাষ্য**—আহ্বান করে; **কেশিনম্**—কেশী দানব; **প্রেষয়াম্ আস**—তাকে প্রেরণ করল; **হন্যেতাম্**—সেই দু'জনকে হত্যা করবে; **ভবতা**—তুমি; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ।

অনুবাদ

নারদ প্রস্থান করলে, রাজা কংস কেশীকে আহ্বান করে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, "যাও, বলরাম আর কৃষ্ণকে হত্যা কর।"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসার আগে কংস আরো একজন অসুরকে বৃন্দাবনে পাঠানোর চেষ্টা করল।

শ্লোক ২১

ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোশলকাদিকান্ ।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্ ॥ ২১ ॥

ততঃ—অতঃপর; মুষ্টিক-চাণূর-শল-তোশলক-আদিকান্—মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশলক প্রভৃতি; অমাত্যান্—মন্ত্রিগণকে; হস্তি-পান্—হস্তিপালকদের; চ এব—ও; সমাহূয়—একত্রে আহ্বান করে; আহ—বললেন; ভোজ-রাট্—ভোজগণের রাজা।

অনুবাদ

ভোজরাজ অতঃপর মুষ্টিক, চাণূর, শল ও তোশল প্রমুখ তার মন্ত্রীগণ ও তার হস্তীপালকদের আহ্বান করল। রাজা তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ বলেছিল।

শ্লোক ২২-২৩

ভো ভো নিশম্যতামেতদ্বীরচাণূরমুষ্টিকৌ ।
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ২২ ॥
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ ।
ভবদ্ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া ॥ ২৩ ॥

ভোঃ ভোঃ—আমার প্রিয় (উপদেষ্টারা); নিশম্যতাম্—আমার কথা শ্রবণ কর; এতৎ—এই; বীর—হে বীরগণ; চাণূর-মুষ্টিকৌ—চাণূর ও মুষ্টিক; নন্দ-ব্রজে—নন্দের ব্রজে; কিল—নিশ্চিতরূপে; আসাতে—বাস করছে; সুতৌ—দুই পুত্র; আনকদুন্দুভেঃ—বসুদেবের; রাম-কৃষ্ণৌ—বলরাম ও কৃষ্ণ; ততঃ—তাদের থেকে; মহ্যম্—আমার; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; কিল—নিশ্চিত; নিদর্শিতঃ—নির্দেশিত হয়েছে; ভবদ্ভ্যাম্ ইহ—তোমাদের দুজনের দ্বারা এখানে; সম্প্রাপ্তৌ—আনীত হয়ে; হন্যেতাম্—তাদের হত্যা করা হোক; মল্ল—মল্ল; লীলয়া—ক্রীড়ার ছলে।

অনুবাদ

প্রিয় বীর চাণূর ও মুষ্টিক, আমার কথা শোনো। আনকদুন্দুভির (বসুদেব) পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দের ব্রজে বাস করছে। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে যে, এই দুটি বালক আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হবে, তখনই মল্লক্রীড়ার ছলে তোমরা তাদের হত্যা করবে।

শ্লোক ২৪

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ ।
পৌরা জানপদাঃ সর্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্ ॥ ২৪ ॥

মঞ্চাঃ—মঞ্চ; **ক্রিয়ন্তাম্**—নির্মাণ কর; **বিবিধাঃ**—বিবিধ; **মল্লরঙ্গ**—মল্লক্ষেত্রে; **পরিশ্রিতাঃ**—চতুর্দিকে; **পৌরাঃ**—পুরবাসীগণ; **জানপদাঃ**—জনপদবাসীরা; **সর্বে**—সকলে; **পশ্যন্তু**—দর্শন করবে; **স্বৈর**—স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারী; **সংযুগম্**—প্রতিযোগিতা।

অনুবাদ

চতুর্দিকে বিবিধ দর্শক মঞ্চ বিশিষ্ট একটি মল্লক্ষেত্র নির্মাণ কর এবং সকল পুরবাসী ও জনপদবাসীকে এই মুক্ত প্রতিযোগিতা দর্শন করার জন্য নিয়ে এস।

তাৎপর্য

মঞ্চ শব্দটি দ্বারা বড় বড় স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত মাচা বা উন্নত সমতল স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। কংস একটি উৎসবের পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল যাতে কৃষ্ণ ও বলরাম আসতে ভীত না হন।

শ্লোক ২৫

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্যুপনীয়তাম্ ।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥ ২৫ ॥

মহামাত্র—ওহে হস্তীপালক; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ভদ্র**—হে ভদ্র; **রঙ্গ**—রঙ্গক্ষেত্রের; **দ্বারি**—প্রবেশপথে; **উপনীয়তাম্**—নিয়ে আসবে; **দ্বিপঃ**—হস্তী; **কুবলয়াপীড়ঃ**—কুবলয়াপীড় নামক; **জহি**—বিনাশ করবে; **তেন**—সেই (হস্তী) দিয়ে; **মম**—আমার; **অহিতৌ**—শত্রুদের।

অনুবাদ

তুমি, হস্তীপালক, হে ভদ্রে, কুবলয়াপীড় হস্তীকে মল্লক্ষেত্রের প্রবেশ পথে রাখবে আর তার দ্বারা আমার দুই শত্রুকে হত্যা করাবে।

শ্লোক ২৬

আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি ।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢুষে ॥ ২৬ ॥

আরভ্যতাম্—আরম্ভ করা হোক; **ধনুঃ-যাগঃ**—ধনুর্যজ্ঞ; **চতুর্দশ্যাম্**—চতুর্দশী তিথিতে; **যথাবিধি**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **বিশসন্তু**—বলিদান করা হোক; **পশূন্**—পশুসকল; **মেধ্যান্**—পবিত্র; **ভূত-রাজায়**—ভূতরাজ, শিব; **মীঢুষে**—বরদাতা।

অনুবাদ

যথাযথ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ শুরু করা হোক। মহানুভব শিবের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পশু বলিদান করা হোক।

শ্লোক ২৭

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোঽক্রূরমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এইরূপ; আজ্ঞাপ্য—নির্দেশ করে; অর্থতন্ত্রজ্ঞ—ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা বিশারদ; আহূয়—আহ্বান করল; যদু-পুঙ্গবম্—যাদবশ্রেষ্ঠ; গৃহীত্বা—ধারণ করে; পাণিনা—তার নিজ হাতে; পাণিম্—তার হস্ত; ততঃ—অতঃপর; অক্রূরম্—অক্রূরকে; উবাচ হ—সে বলল।

অনুবাদ

তার মন্ত্রীদের এরূপ নির্দেশ প্রদান করে কংস অতঃপর যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করল। ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে পারদর্শী কংস অক্রূরের হাত নিজ হাতে ধারণ করে তাকে নিম্নোক্তভাবে বলতে লাগল।

শ্লোক ২৮

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু ॥ ২৮ ॥

ভোঃ ভোঃ—আমার প্রিয়; দান—দান; পতে—পতি; মহ্যম্—আমার জন্য; ক্রিয়তাম্—কর; মৈত্রম্—সখ্যোচিত; আদৃতঃ—সাদরে; ন—না; অন্যঃ—আর কেউ; ত্বত্তঃ—তুমি ছাড়া; হিত-তমঃ—হিতকারী; বিদ্যতে—অবস্থান করে; ভোজ-বৃষ্ণিষু—ভোজ ও বৃষ্ণিদের মধ্যে।

অনুবাদ

প্রিয় অক্রূর, দানপতি, মিত্রতাবশত আমার জন্য সাদরে কিছু কর। ভোজ ও বৃষ্ণিদের মধ্যে তোমার মতো আমাদের প্রতি দয়ালু আর কেউ নেই।

শ্লোক ২৯

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্যগৌরবসাধনম্ ।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

অতঃ—সুতরাং; ত্বাম্—তোমার উপর; আশ্রিতঃ—(আমি) নির্ভর করছি; সৌম্য—হে সৌম্য; কার্য—কর্তব্য; গৌরব—শান্তভাবে; সাধনম্—পালন কর; যথা—যেমন; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; বিষ্ণুম্—শ্রীবিষ্ণু; আশ্রিত্য—আশ্রয় গ্রহণ করে; স্ব-অর্থম্—তার লক্ষ্য, অধ্যগমৎ—অর্জন করে; বিভুঃ—স্বর্গের শক্তিশালী রাজা।

অনুবাদ

সৌম্য অক্রূর, তুমি সর্বদা শান্তভাবে কর্তব্যপালন কর, আর তাই আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, ঠিক যেভাবে শক্তিশালী ইন্দ্র তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

শ্লোক ৩০

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্ ॥ ৩০ ॥

গচ্ছ—যাও; **নন্দ-ব্রজম্**—নন্দের ব্রজে; **তত্র**—সেখানে; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **আসাতে**—বাস করছে; **তৌ**—তাদের; **ইহ**—এখানে; **অনেন রথেন**—এই রথের দ্বারা; **আনয়**—নিয়ে এস; **মা চিরম্**—দেরি না করে।

অনুবাদ

যেখানে আনকদুন্দুভির দুই পুত্র বাস করছে, সেই নন্দের গ্রামে তুমি গমন কর আর বিলম্ব না করে এই রথে করে তাদের নিয়ে এসো।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত আকর্ষণীয় টীকা প্রদান করেছেন—"কংস যখন 'এই রথে করে' কথাটি বলছে এবং তার তর্জনী দ্বারা একটি আকর্ষণীয় নতুন রথের দিকে নির্দিষ্টভাবে দেখাচ্ছে, তখন কংস ভেবেছিল যে, অক্রূর যেহেতু নিরীহ প্রকৃতির, তাই সে যখন এই চমৎকার নতুন রথটি দেখবে, স্বাভাবিকভাবেই সেটি চালনা করতে সে চাইবে এবং সত্বর সেই দুই বালককে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু একটি নতুন রথে অক্রূরের গমন করার প্রকৃত কারণ হল, দুরাত্মা কংস দ্বারা ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত কোনও রথে আরোহণ করা পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ হত।"

শ্লোক ৩১

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥ ৩১ ॥

নিসৃষ্টঃ—প্রেরিত হয়েছে; **কিল**—নিশ্চিতরূপে; **মে**—আমার; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **বৈকুণ্ঠ**—শ্রীবিষ্ণুর; **সংশ্রয়ৈঃ**—যারা আশ্রিত; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **আনয়**—আনয়ন কর; **সমম্**—একসাথে; **গোপৈঃ**—গোপগণ; **নন্দ-আদ্যৈঃ**—নন্দ প্রভৃতি; **স**—সঙ্গে; **অভ্যুপায়নৈঃ**—উপহার।

অনুবাদ

বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাগণ এই দুই বালককে আমার মৃত্যুরূপে প্রেরণ করেছে। তাদের এখানে নিয়ে এস আর নন্দ ও অন্যান্য গোপগণও শ্রদ্ধার্ঘসহ এখানে আসুক।

শ্লোক ৩২

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা ।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥ ৩২ ॥

ঘাতয়িষ্যে—আমি তাদের বধ করব; ইহ—এখানে; আনীতৌ—আনীত হলে; কালকল্পেন—স্বয়ং কালান্তক রূপ; হস্তিনা—হস্তী দ্বারা; যদি—যদি; মুক্তৌ—তারা রক্ষা পায়; ততঃ—তখন; মল্লৈঃ—মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা; ঘাতয়ে—আমি তাদের বিনাশ করব; বৈদ্যুত—বজ্র; উপমৈঃ—সদৃশ।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরামকে এখানে আনবার পরে আমি স্বয়ং যমতুল্য আমার হস্তী দ্বারা তাদের হত্যা করব আর দৈবাৎ যদি তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পায়, তখন আমি বজ্রতুল্য আমার মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা তাদের বধ করাব।

শ্লোক ৩৩

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্ ।
তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্ ॥ ৩৩ ॥

তয়ঃ—তারা দুজন; নিহতয়োঃ—নিহত হলে; তপ্তান্—শোকসন্তপ্ত; বসুদেব-পুরোগমান্—বসুদেব প্রমুখ; তদ্বন্ধূন্—তাদের বন্ধুদের; নিহনিষ্যামি—আমি বধ করব; বৃষ্ণি-ভোজ-দশার্হকান্—বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হগণকে।

অনুবাদ

এই দুজন নিহত হলে আমি বসুদেবকে এবং বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশজাত তাদের সকল শোকসন্তপ্ত বান্ধবদের বধ করব।

তাৎপর্য

আজকের দিনেও সারা বিশ্ব জুড়ে দুরাত্মা রাজনৈতিক নেতারা এই ধরনের পরিকল্পনা করে তা পালন করছে।

শ্লোক ৩৪

উগ্রসেনং চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্ ।
তদ্‌ভ্রাতরং দেবকং চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥ ৩৪ ॥

উগ্রসেনম্—রাজা উগ্রসেন; চ—এবং; পিতরম্—আমার পিতা; স্থবিরম্—বৃদ্ধ; রাজ্য—রাজ্য; কামুকম্—লোভী; তৎ-ভ্রাতরম্—তার ভ্রাতা; দেবকম্—দেবক; চ—ও; যে—যে; চ—এবং; অন্যে—অন্যান্য; বিদ্বিষঃ—শত্রুদের; মম—আমার।

অনুবাদ

আমার রাজ্যলোভী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তার ভ্রাতা দেবক ও আমার অন্যান্য সকল শত্রুদেরও আমি হত্যা করব।

শ্লোক ৩৫

ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা ॥ ৩৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; চ—এবং; এষা—এই; মহী—পৃথিবী; মিত্র—হে মিত্র; ভবিত্রী—হবে; নষ্ট—শূন্য; কণ্টকা—কণ্টক।

অনুবাদ

হে মিত্র, অতঃপর এই পৃথিবী কণ্টকশূন্য হবে।

শ্লোক ৩৬

জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ।
শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥ ৩৬ ॥

জরাসন্ধঃ—জরাসন্ধ; মম—আমার; গুরুঃ—জ্যেষ্ঠ (শ্বশুর); দ্বিবিদঃ—দ্বিবিদ; দয়িতঃ—আমার প্রিয়; সখা—সখা; শম্বরঃ—শম্বর; নরকঃ—নরক; বাণঃ—বাণ; ময়ি—আমার; এব—প্রকৃতপক্ষে; কৃত-সৌহৃদাঃ—মিত্রভাবাপন্ন; তৈঃ—তাদের দ্বারা; অহম্—আমি; সুর—দেবতাদের; পক্ষীয়ান্—পক্ষের; হত্বা—হত্যা করে; ভোক্ষ্যে—ভোগ করব; মহীম্—পৃথিবী; নৃপান্—রাজা।

অনুবাদ

আমার গুরুজন জরাসন্ধ ও প্রিয় সখা দ্বিবিদের মতোই শম্বর, নরক ও বাণ আমার দৃঢ় শুভাকাঙ্ক্ষী। দেবতাদের পক্ষ গ্রহণকারী রাজাদের হত্যা করতে আমি এদের ব্যবহার করব আর তারপর আমি পৃথিবী শাসন করব।

শ্লোক ৩৭

এতজ্ জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

এতৎ—এই; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **আনয়**—আনয়ন কর; **ক্ষিপ্রম্**—সত্বর; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণকে; **ইহ**—এখানে; **অর্ভকৌ**—বালকদের; **ধনুঃমখ**—ধনুর্যজ্ঞ; **নিরীক্ষা-অর্থম্**—সাক্ষী হওয়ার জন্য; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **যদু-পুর**—যদু বংশের রাজধানীর; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

এখন তুমি আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছ, সত্বর যাও, ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরীর ঐশ্বর্য দর্শন করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে এস।

শ্লোক ৩৮

শ্রীঅক্রূর উবাচ

রাজন্ মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জনম্ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; **রাজন্**—হে রাজন; **মনীষিতম্**—ভাবনা; **সধ্র্যক্**—সঠিক; **তব**—আপনার; **স্ব**—নিজের; **অবদ্য**—দুর্ভাগ্য; **মার্জনম্**—যা মার্জিত হবে; **সিদ্ধি অসিদ্ধ্যোঃ**—সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে; **সমম্**—সমান; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দৈবম্**—দৈব; **হি**—শেষ পর্যন্ত; **ফল**—ফল; **সাধনম্**—অর্জনের কারণ।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—হে রাজন, আপনার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হবার কুশলী পন্থা আপনি রচনা করেছেন। তবুও, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান জ্ঞান করা উচিত, কারণ নিশ্চিতভাবে দৈবই মানুষের কার্যের ফল প্রদান করে থাকে।

শ্লোক ৩৯

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি ।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥ ৩৯ ॥

মনঃ-রথান্—তার বাসনা সকল; **করোতি**—করে থাকে; **উচ্চৈঃ**—ব্যগ্রভাবে; **জনঃ**—মানুষেরা; **দৈব**—দৈব দ্বারা; **হতান্**—প্রতিহত; **অপি**—হলেও; **যুজ্যতে**—সে সম্মুখীন হয়; **হর্ষ-শোকাভ্যাম্**—হর্ষ ও শোকের; **তথা অপি**—তবুও; **আজ্ঞাম্**—নির্দেশ; **করোমি**—আমি পালন করব; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণ দৈব প্রতিহত করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কর্ম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। তাই সে হর্ষ ও শোক উভয়েরই সম্মুখীন হয়। যদিও এটাই বাস্তব সত্য, তবু আমি আপনার নির্দেশ পালন করব।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, যদিও অক্রূর যা বলেছিলেন তা ছিল বিনীত ও উৎসাহব্যঞ্জক, কিন্তু তার গুপ্ত অর্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল—"আপনার পরিকল্পনা কার্যকরী করার উপযুক্ত নয়, যদিও আপনি যেহেতু রাজা এবং আমি আপনার অধীন, তাই আমি তা পালন করব, কিন্তু যে কোনভাবেই হোক, আপনাকে মরতেই হবে।"

শ্লোক ৪০

শ্রীশুক উবাচ

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আদিশ্য**—আদেশ প্রদান করে; **চ**—এবং; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **মন্ত্রিণঃ**—তাঁর মন্ত্রিগণকে; **চ**—এবং; **বিসৃজ্য**—বিদায় দিয়ে; **সঃ**—সে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করল; **গৃহম্**—তার গৃহে; **কংসঃ**—কংস; **তথা**—ও; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **স্বম্**—তাঁর নিজ; **আলয়ম্**—গৃহে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে অক্রূরকে নির্দেশ প্রদান করে রাজা কংস তার মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলে অক্রূরও গৃহে ফিরে গেলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অরিষ্টাসুর বধ' নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।